পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে প্রকাশিত পুস্তকাবলি

বিবিধ বিদ্যাসংগ্রহ

- বাঙালীর সংস্কৃতি (২য় সংস্করণ) : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — ১৫ টাকা
- বাঙালীর ভাষা : সুকুমার সেন ও সুভদ্র কুমার সেন — ১৫ টাকা
- বাংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — ৮ টাকা
- কলকাতা তিনশতক (২য় মুদ্রণ) : কৃষ্ণ ধর — ১২ টাকা
- ভারতের কৃষিপ্রগতি ও গ্রামীণ সমাজ : গৌতম সরকার — ৬ টাকা

জীবনী গ্রন্থমালা

- সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : সুকুমারী ভট্টাচার্য — ৫ টাকা
- বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : বিজিতকুমার দত্ত — ২ টাকা
- রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিজিতকুমার দত্ত — ৮ টাকা
- সুশীলকুমার দে : ভবতোষ দত্ত — ৩ টাকা
- সুকুমার : লীলা মজুমদার — ১৫ টাকা
- বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত — ১০ টাকা

সংকলনগ্রন্থ

- সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত — ৬০ টাকা
- প্রেমচন্দ গল্প সংগ্রহ — ৫৫ টাকা
- সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা সংগ্রহ — ৫০ টাকা

মুখপত্র

- আকাদেমি পত্রিকা ১ : অন্নদাশংকর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ২ : অন্নদাশংকর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৩ : অন্নদাশংকর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা
- আকাদেমি পত্রিকা ৪ : অন্নদাশংকর রায় সম্পাদিত — ১০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

- আকাদেমি দপ্তর, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড
  কলকাতা-৭০০০২০
- ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার, কলকাতা-৭০০০৭৩
- ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭০০০৭৩
- দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭০০০৭৩
- আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা,
  কলকাতা-৭০০০১০

(শিল্প)

আই সি এ ২১১/৮৩

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পরিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি। প্রাকৃতিক নিয়মগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্ধমান ও জটিল চাহিদার যোগান দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করেছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রয়োজনে মাটি, জল, অরণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার করেছে। অতি ব্যবহারের ফলে যে ক্ষতি তা পূরণের ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণের শিকার করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যার কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহের বাতাস হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই, প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের জন্য।

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই. সি. এ. ১২৮/৯০

আইনগত সাহায্যদান প্রকল্প

আপনার অধিকার রক্ষার জন্য অথবা অন্যের অযথা হয়রানির হাত থেকে রেহাই পেতে আইনগত সাহায্যের প্রয়োজন হলে এবং আপনার আর্থিক সংগতি না থাকলে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাকে আইনগত সাহায্য দেবেন যদি :—

আপনি শহরবাসী হন এবং আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় ৭০০০ (সাত হাজার) টাকার কম হয় আর আপনি গ্রামবাসী হলে আপনার পরিবারের বার্ষিক আয় হতে হবে ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকার কম।

অবিলম্বে স্থানীয় জনপ্রতিনিধির কাছ থেকে আপনার আয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য শংসাপত্র নিয়ে আপনার জেলা বা মহকুমার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সচিবের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। তিনি আপনাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেবেন। কলকাতার জন্য যোগাযোগ করবেন কলিকাতা আইনগত সাহায্যদান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে। ঠিকানা : নগর দেওয়ানি ও ফৌজদারি আদালত ভবন, ২ ও ৩ কিরণ শংকর রায় রোড, কলিকাতা-৭০০০০১।

তাছাড়া, সদস্য সচিব, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনগত উপদেষ্টা পর্ষদ (বিচার বিভাগ), মহাকরণ, কলিকাতা-৭০০০০১ — এই ঠিকানায়ও আবেদন করতে পারেন।

আপনি যদি মোটর দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হন তাহলে লক্ষ্য রাখুন আপনার জেলায় কবে 'লোক আদালত' সংগঠিত করা হচ্ছে। 'লোক আদালতের' তারিখ ধার্য্য হলে আপনি যোগাযোগ করুন আপনার জেলার আইনগত সাহায্য দান সমিতির সদস্য সচিবের সঙ্গে।.....তিনি আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ. ২৯৮/৯৩

Regd.No.WB/CC-433/92 MARXBADI PATH February,'93 Vol.12 No.3

—জাতীয় সংহতি—

"……ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়ান্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও, দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতে পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—১৬৮/৯৩

Rs. Four only

Editor : SAILAN DASGUPTA
Office : Muzaffar Ahamad Bhaban, 31, Alimuddin Street, Calcutta - 16